তারিখ [illegible] JAN 2010
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

প্রথম আলো

প্রতিটি প্রাথমিক স্কুলে ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ করা হবে : প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সরকার সারা দেশে প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একজন করে ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগে কার্যকর পদক্ষেপ নেবে। তিনি ইমামদের সম্মানী বৃদ্ধি এবং মাদ্রাসা থেকে শিক্ষা গ্রহণকারীদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে তাঁর সরকারের পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন।

প্রধানমন্ত্রী গতকাল বুধবার সকালে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত প্রশিক্ষিত ইমামদের জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন। ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও ইউনিসেফ যৌথভাবে এ সম্মেলনের আয়োজন করে। খবর বাসসের।

স্বার্থান্বেষী মহল যাতে শান্তির ধর্ম ইসলামকে ব্যবহার করে জনগণকে ভুল পথে পরিচালিত করতে না পারে, সে ব্যাপারে সজাগ থাকার জন্য প্রধানমন্ত্রী ইমাম ও ধর্মীয় নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে ব্যাপক জনসচেতনতা বাড়িয়ে জনগণের কাছে এসব লোকের মুখোশ উন্মোচন করতে হবে। ইসলামের নামে কেউ যেন দেশে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা ছড়াতে না পারে, এ ব্যাপারে তিনি ইমাম ও ধর্মীয় নেতাদের সহযোগিতা চান।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর সাম্প্রতিক ভারত সফর প্রসঙ্গে বলেন, কিছু স্বার্থান্বেষী মহল সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার ও অপপ্রচার চালাচ্ছে যে, আওয়ামী লীগ দেশ বিক্রি করে দিচ্ছে। এ দেশের জন্য বাবা-মা, ভাই ও পরিবারের অনেককে হারানোর কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'আমি কোনোভাবেই তা করতে পারি না।' তিনি এসব মিথ্যা প্রচারণার বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করতে ইমাম ও ধর্মীয় নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাংলাদেশ সার্ক সনদ অনুযায়ী সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, স্বার্থান্বেষী মহলটি এ বাঁধ নিয়েও সরকারের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে। অথচ তারা যখন ক্ষমতায় ছিল, তখন এই বাঁধ নির্মাণের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেনি। এসব মিথ্যা প্রচারণাকে অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড আখ্যা দিয়ে তিনি

এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৬

স্কুলে ধর্মীয় শিক্ষক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বলেন, এসব বন্ধে আলেম, ওলেমা ও ইসলামি নেতাদের এগিয়ে আসা উচিত। ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শাহজাহান মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মজিবুর রহমান ফকির, ধর্মসচিব আবদুর রব হাওলাদার, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক সামীম মোহাম্মদ আফজাল, ইউনিসেফের প্রতিনিধি কারেল ডি রো এবং ইমামদের প্রতিনিধি মাওলানা মো. বাকারুল্লা হিন-দুর। অনুষ্ঠানে মন্ত্রিসভার সদস্য, সাংসদ, কূটনীতিক ও ধর্মীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন। পরে প্রধানমন্ত্রী দেশের সেরা ইমামদের মধ্যে ক্রেস্ট, সনদ ও চেক বিতরণ করেন।